(১) জয় মা দুগ্গা

কথা, সুর ও কণ্ঠ ঃ সুরজিৎ ও সৌমিত্র

জয় মা দুগ্গা দুর্গতিনাশিনী
ভগবতী পার্বতী, নন্দিনী মা
শঙ্খ সিদূঁর রজত কাঞ্চন
কুম্‌কুম্‌ কস্তুরি অগরু ও চন্দন
দয়াময়ী করুনাময়ী
তুমি শীতল কর তোমার ধরনী মা
জয় মা দুগ্গা জয় জয় দুগ্গা

ও মা দুগ্গা মাগো তুমি আসবে কবে
তোমার ভুবন চোখের জলে কাঁদে গো
তোমার কার্তিক গণপতি লক্ষী সরস্বতী
লক্ষ কোটি সন্তান কাঁদে গো
নদী বয়ে যায় তার ঠিকানায়
আমি শুধু তোমার আশায় বসে পাড়ে গো

ও মা সন্ধে নামে সব শহর গ্রামে
তুমি শান্তি দিও মা ঘরে ঘরে
যারা স্বজন হারা ভিটে মাটি ছাড়া
তুমি দিও মা জীবন ভরিয়ে
তুমি দিও মা জীবন ভরিয়ে

কোন অভিমানে মুখ ফেরালি শুনলি না মোর গান
মা তোর চক্ষু পারে আজও বাজে তিন শঙ্খের টানে
শোনা যায় ঢাকের ধ্বনি প্রভাতে আগমনি
ও মা মালা গেঁথে বসে আঁকে আলপনা প্রনাম

ও মা দুগ্গা মাগো তোমার চরণ ধরি
তুমি রেখো মোদের যতন করে
তোমার মর্ত্যলোকে বড় কঠিন সময়
এবার যেও না কৈলাসে ফিরে
নদী বয়ে যায় তার ঠিকানায়
আমি শুধু ভোরের আলোয় তোমায় দেখি গো

জয় মা দুগ্গা জয় জয় দুগ্গা
তাক কুর কুর তাক কুর কুর ঢাক বাজে কাঁসর বাজে
নদী নালা খাল বিল সবই আবার নতুন সাজে
কৈলাস ভবানী তোমায় চিনি আমি চিনি
বিপদ বিনাশিনী স্নেহময়ি মা
তুমি শীতল কর তোমার ধরনী মা
জয় মা দুগ্গা জয় জয় দুগ্গা
বল দুগ্গা মাই কি.........জয়
বল দুগ্গা মাই কি.........জয়

(২) কন্যাকে চিঠি (প্রথম ভাগ)

কথা, সুর ও কণ্ঠ ঃ সুরজিৎ

কন্যা আমার এই শহরে এমন তর বাস
ঘোরেই কেটে যায় আমার দিন বৎসর মাস
যাই ভাবি ঠিক কাছে গিয়া দেখি ভুল
তোরে ছাড়া কন্যা আমার সবই সর্বনাশ

আমার আউলা থাউলা জীবন কখন কোনখানে যায় নাই তার ঠিক
দিক খুঁজিনা কন্যা শুধু যাই উড়ে
যেদিক পানে বাতাস নিয়া যায় মোরে
আমার আউলা থাউলা জীবন
কন্যা রে কন্যা রে

এই শহরের বহর অনেক মোহর আছে চারিধারে
আছে আলো মাঝে মাঝে লাগেও ভালো
যখন ডরায় মন আন্ধার হয়ে লাখ মানসের ভিড়ে
ও আমার বুকের ভিতর কন্যা তখন
তোর ঘরের ঐ ছোট্ট প্রদীপ আমায় জড়ায় ধরে
আমার জড়ায় ধরে

কন্যার গল্প (দ্বিতীয় ভাগ)

পারে দাঁড়িয়ে আন্ধারে কন্যা রে তার গান ধরে
দূরে দরিয়া যায় সরে সন্ধ্যারে আজ তার ঘরে
ঘরের মাঝে বৃষ্টির জল কন্যার আঁখি টলমল
জানলার আরসি ঝাঁপসা আজও হীম ঝরে
কন্যা রে কন্যা রে

(৩) বত্রিশ পাটি দাঁত

কথা, সুর ও কণ্ঠ ঃ সুরজিৎ

বত্রিশ পাটি দাঁত দুই দুখানি চোখ
একখান নাক দুইখান কান খান কুড়ি নোখ
দুইহাতে পেট পূজা আবার দুই পা চলার জন্য
মানুষ গুলান এক
ভাইরে মানুষ গুলান এক
শুধু ধর্ম গুলান ভিন্ন
মানুষ মানুষেরই জন্য
মানুষ মানুষেরই জন্য
মানুষ মানুষেরই জন্য

কারোর কপাল ফাস্টক্লাস কারোর কপাল ফক্কা
আসলে ভাই একটা সময় সবাই যাবে অক্কা
একই গ্রহে দাঁড়িয়ে সব ঘুরছে বনবনিয়ে
একই বাতাস ঘুরে ফিরে গান গেয়ে যায় শুনিয়ে
তুই দাদা জবরদস্তি সব করতে চাস ছিন্ন
মানুষ গুলান এক
ভাইরে মানুষ গুলান এক
শুধু ধর্ম গুলান ভিন্ন
মানুষ মানুষেরই জন্য
মানুষ মানুষেরই জন্য

মানুষ মানুষেরই জন্য
লাল টুক টুক রক্ত ক্ষুধা তেষ্টা বড় জ্বালা
মান অভিমান প্রেম পীরিতী সুখ দুঃখের মেলা
বত্রিশ পাটি দাঁত দুই দুখানি চোখ
একখান নাক দুইখান কান খান কুড়ি নোখ
একই প্রথায় জন্ম রে ভাই কেউ হলনি অন্য
মানুষ গুলান এক ভাইরে মানুষ গুলান এক
শুধু ধর্ম গুলান ভিন্ন
মানুষ মানুষেরই জন্য
মানুষ মানুষেরই জন্য
মানুষ মানুষেরই জন্য

(৪) **তোর পাখির মন**
কথা, সুর ও কন্ঠ ঃ সুরজিৎ

দুলুমিয়ার সাধের বাঁশি
বার বার শুনে আসি
আকাশে সাদা মেঘের মেলা
নিচে আমার শ্যাওলা ধরা ভেলা
বৈশাখী ঝড় জাগে অজানা বুকের মাঝে
আর আমার প্রান সে লাগে না কাজে
তোর পাখির মন কে জানে উড়ে যায় কখন
শুধু মায়ায় পড়ে থাকি
এখনও সারা রাত বাকি

কি যেন কি আছে রে পুকুর ঘাটের ধারে
কতবার যাই ফিরে ফিরে
কি যেন বোঝাই নিজেরে
তবু চোখ মুছলেই দুঃখ মোছে না
অন্তরে অন্তর জ্বলে অন্যে বোঝে না
তোর পাখির মন কে জানে উড়ে যায় কখন
শুধু মায়ায় পড়ে থাকি
এখনও সারা রাত বাকি

(৫) **উত্তর বঙ্গের বাসী**
কথা, সুর ও কন্ঠ ঃ সৌমিত্র রায়

ধীরে চলরে মাঝি ভাই আজ তো তাড়া নাই
উত্তরবঙ্গের বাসী আমি স্বাধীন হাওয়ায় ঠাঁই ও ভাইরে

তুলসীহাট্টার মেলা দেখে অনেক শিখেছি
সেই নাগরদোলা চড়ে আমি জগৎ ঘুরেছি

তিস্তা নদীর পাড়ে সবুজ স্বপ্ন দেখেছি
মালবাজারের চা বাগানে বৃষ্টি ভিজেছি

জলপাইগুড়ির সরপুরিয়া মজিয়ে খেয়েছি
মহানন্দা চরে আমি রাত কাটিয়েছি

পরানপুরের আম বাগানে দোলনা দুলেছি
হরিশচন্দ্রপুরে আমি আবীর খেলেছি

(৬) **শুধু তুমি**
কথা, সুর ও কন্ঠ ঃ সৌমিত্র রায়

তোমার কিছু তো জানিনা
শুধু জানি তোমায় আমি ভালোবাসি
জানিনা কোথায় তোমার ঠিকানা
শুধু জানি তোমায় আমি ভালোবাসি

কি সুরে বেঁধেছ গান শুনি আমি
অজানা সুরের ওই নেশায় ভাসি আমি
জানি না কত দূরে তোমার ছায়া
নীল আকাশে শান্ত মেঘটা কি তুমি

শুধু তুমি আছো
মনের জানালা খুলে দেখি
শুধু তোমায় দেখি

যা চেয়েছি আমি পেয়েছি তোমার মায়ায়
নীল দিগন্তে সাঁঝবেলায় কারা করে খেলা
যদি যাও তুমি ওই দূরে পথ ভুলে
খুঁজে পাবে আমার হারানো ছেলেবেলা

(৯) **এল নাইন বাস**
কথা, সুর ও কন্ঠ ঃ সৌমিত্র রায়

লাগতো ভালো আমার এল নাইন বাস
করে গোলপার্ক এ রোজ টাইম পাস
সার্দান এভিনিউয়ের পাকা রাস্তায়
দক্ষিনা হাওয়া বাসটায়

তবে ডাবল ডেকার চড়ে বেলতলার মোড়ে
এক টাকার ভাড়া হত শেষ
নেমে পদ্মপুকুর ব্লুস

আগে চক্রবেড়িয়ায় জিভে জল বয়ে যায়
দেখে হিঙের কচুরি সাদা ঠোঙায় ভেলপুরি
ছিল ভালো সেই দিন গুলো
ছেঁড়া জিন্স আর পায়ে ধুলো
স্কুল পাস সবে উঠতি
নো চিন্তা শুধু ফূর্তি

দেখে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি
ছোট ছিল এই পৃথিবী
হেমা মালিনীর পাশে ধরম
জিনাৎ আমানেরও হাওয়া গরম্

(৮) **লালে লালেস্বরী**
কথা ও সুর ঃ সৌমিত্র
কন্ঠ ঃ সৌমিত্র, সুরজিৎ ও অভিজিৎ

টিমটিম হাতি চলে লিচু বাগানে
একটা লিচু পড়ে গেল চায়ের দোকানে
চায়ের দোকানি চায়ের দোকানি দরজা খোল না
বড়িশালের বউ এসেছে দেখতে চলনা

লালে লালেস্বরী চোখে চশমা পরি
হাতে লেডিস ঘড়ি যাবে শ্বশুর বাড়ি

হায় হায় হায় বন্ধু আমার করলি কি তুই গিয়া
বড়িশালের মাইয়্যাটারে করবি নাকি বিয়া
বিয়া করুম না আগে দেখুম এ মাইয়্যা
রান্না বান্না জানে কেমন বুঝুম তা খাইয়্যা

কচুশাকের চিংড়ি খাইবি নারকেলে বাটিয়া
শুঁটকি মাছের ঝাল হইবে কাঁচালঙ্কা দিয়া
হায় হায় কি কয়লি পেটে লাগে ভূক
মাইয়্যা যদি রান্ধন জানে পাইবো আমি সুখ

বিয়ের তারিখ ঠিক করবি যদি আমায় কস্
বড়যাত্রী যামু আমি চইড়্যা আমার মোষ
বৈশাখে ইচ্ছা বাঁচায় মলমাস
বড়িশালের মাইয়্যা যদি রাঁধতে পারে মাছ